গাংনীতে ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিকের হাতে হাসপাতালের চিকিৎসক লাঞ্চিত

দায়িত্ব পালন করা অবস্থায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এস এম তানভির আহমেদকে লাঞ্চিত করেছেন এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক দেলোয়ার হোসেন মিঠু।

আজ সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন মিঠু গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। অভিযোগ রয়েছে মিঠুর মালিকানাধীন এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারটির কোন সরকারি অনুমোদন নেই।

এঘটনার পর ওই চিকিৎসক উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের একটি কপি মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে এসে পৌছেছে। ঘটনার পর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ হাসপাতালে মোতায়েন ছিল।

লিখিত অভিযোগ থেকে জানা গেছে, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এস এম তানভীর আহমেদ হাসপাতালে বহি:বিভাগের ১০৯ নং রুমে রোগীর সেবা প্রদান করছিলেন। সেবা প্রদান কালীন সময়ে এইচ এম ভায়াগনস্টিক সেন্টারের দেলোয়ার হোসেন মিঠুসহ তার ৫ থেকে ৬ জন দালাল বাহিনি নিয়ে অনুমতি বিহীন জোর করে রুমে প্রবেশ করেন। কোন কারণ ছাড়াই অনেক রোগীর সামনে সরকারী কাগজ ছিড়ে ফেলে অপমান, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও শারিরীকভাবে লাঞ্চিত করেন। পেও বের হয়ে আসার সময় খুন, গুম করার হুমকি দেন। এবং মোবাইল ফোন দিয়ে ভডিও ও ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক ও কিছু মিডিয়াতে অপপ্রচার করেন। অভিযোগে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টার অনিবন্ধিত। ওই প্রতিষ্ঠানটির কিছু সংখ্যক দালাল হাসপাতালের জরুরী বিভাগ সহ বিভিন্ন বিভাগে প্রায় প্রতিদিনই সেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটায় যা গত কয়েক মাসের হাসপাতাল সিসি ফুটেজ ক্যামেরায় সংগৃহিত রয়েছে।

তবে অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন মিঠু বলেন, ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক হিসেবে নয় হাসপাতালে গিয়েছিলাম নাগরিক হিসেবে। একজন

[illegible]

[illegible]

[illegible]:
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

ভোট করে নির্বাচিত হয়েছি।জনগন আমাকে ভালোবেসে ভোট দিয়ে এই চেয়ার আমাকে উপহার দিয়েছে যদি জনগন যদি আবারও চাই আর ভোট যদি সুষ্ঠ হয় তাহলে আবার নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার দল বি এন পি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন নির্দেশনা দিয়েছে কি না?

আখের উজ্জামানঃ কোন নির্দেশনা আসেনি তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু যায়গা তে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে বিএনপি প্রার্থী আছে সেই ক্ষেত্রে আশা করি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও বিএনপি থাকবে।

মেহেরপুর প্রতিদিনঃ জনগন কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেনঃ
আখের উজ্জামানঃ আমি নির্বাচিত হওয়ার পর রাস্তা ঘাট মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, থেকে শুরু করে করোনা কালিন সময় ১০ কেজি,১৫ কেজি,৩০ কেজি চাউল, শিশুদের জন্য দুধ সকল প্রকারজিনিস অসহায় মানুষের দারে পৌছে দিয়েছি।আমার ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই সল্প সেই সল্পতা থেকে আমি সকলকে সন্তস্ট রাখার চেষ্টা করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি আপনার দল বিএনপির কাছে থেকে নোমেনেশন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদি?
আখের উজ্জামানঃ আমি দলের দুর্দিনে পাশে আছি। এবং বর্তমান ক্ষমতাশালী দলের বিপক্ষে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। জনগনের ভালোবাসা আস্থা আমার উপর আছে। সেই সুবাদে আমি মনে করি আমার দল আগামী নির্বাচনে আমাকেই নোমেনেশন দিবে।নোমেনেশন পেয়ে নির্বাচনে আসলে আমার বিশ্বাস জনগন আমাকে আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?
আখের উজ্জামান: আমার ধানখোলা ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে দুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। আমার পরিকল্পনা আছে আবার যদি নির্বাচিত হয় তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের পাশে যে যায়গা আছে সেখানে বড় করে একটা মার্কেট স্থাপন করবো। এবং ইউনিয়ন পরিষদের সর্বচ্চ সেবা মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে চাই।

গাংনীতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

“আমরা সবাই সোচ্চার,বিশ্ব হবে সমতার” এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ২০২০ উদযাপনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

এসময় গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের প্রশিক্ষক আরিফা খাতুন,আইজিএ প্রকল্পের বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষক নার্গিস সুলতানা,ব্লগবাটিক প্রশিক্ষক তালিমুন নেছা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী পৌরসভায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যায়ে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালে এ কাজের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-২ আসনের সংস্দ সাহিদুজ্জামান খোকন ।

গাংনী পৌরমেয়র আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথী ছিলেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা।

পৌরবাসির সুপেয় পানির জন্য ৫৫ কোটি টাকা ব্যায়ে ওয়াটার

ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সাড়ে ১৩ কোটি টাকার টেন্ডার করে ও কাজের উদ্বোধন করা হয়।

পৌর সভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বিএমডাব্লিউএসএসপি প্রকল্পে জিওবি,বিশ্ব ব্যাংক,এআইআইবি অর্থায়নে উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে।
কাজের চুক্তি করেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এ,বি,এম ওয়াটার কোম্পানি লিমিটেড।

এসময় পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রীক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় লাখ জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যক্তিকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ের ১৪ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার মেহেরপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এ আদেশ দেন। দণ্ডিত হাবিবুর রহমান গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া শিলিলপাড়ার মোফাজ্জলের ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, দণ্ডিত হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে ১ লাখ টাকা দিয়ে ২ বিঘা জমি বন্দবস্ত নেন তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের ইরফান আলীর ছেলে মিলন হোসেন। চুক্তিমোতাবেক টাকা ফেরত দিতে গড়িমশি করলে ২০১৯ সালে মেহেরপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করে মিলন হোসেন। মামলা নং ৪১২/১৯।

মামলায় দোষী প্রমানিত হওয়ায় আদালত এ আদেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে গাংনীতে সিএফএইচ’র বৃক্ষ রোপণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪ তম জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে বৃক্ষ রোপণ করেছে সামাজিক সংগঠন কাম ফর হিউম্যানিটি-সিএফএইচ সদস্যরা।

গতকাল গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ফলজ বৃক্ষ রোপণ অভিযান পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্যরা।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মামুন অর রশিদ বিজনের নির্দেশনা অনুযায়ী দিন ব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান চালান সিএফএইচ এর ইউনিট প্রতিনিধিরা।

গাংনী পৌরসভা হবে দেশের মডেল পৌরসভা-মেয়র আশরাফুল ইসলাম (ভিডিও সহ)

পৌরসভা পর্যায়ে নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান মেয়রসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘শহরে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী পৌর সভার বর্তমান মেয়র আশরাফুল ইসলাম। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রতিনিধি পলাশ আহম্মেদ।

আজকের সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী পৌরসভা নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

আশরাফুল ইসলাম: আমি ১০০% আশাবাদী কারণ আমি জনগণের বন্ধু হয়ে তাদের সাথে মিশে কাজ করি। আমি নিয়োমিত অফিসে আসার সময় তিনটা ওয়ার্ড পরিদর্শন করি আবার যাওয়ার সময় অনেক ওয়ার্ড পরিদর্শন করে সকলের সমস্যা দূর করি। আমি কারর কাছে থেকে অন্যায় কিছু করিনা, যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ আমাকে ভালোবাসে এই ভালোবাসা থেকেই আমি পাবো। তাই আমি শতভাগ আশাবাদী আগামী পৌর নির্বাচনে আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামী লীগ আমাকে মনোনয়ন দেবে। তাছাড়াও রাজনীতিতে প্রতিযোগীতা থাকবেই। একাধিক প্রার্থী হবে। আমার বিশ্বাস আমার রাজনৈতিক ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড দেখে আমাকে জেলার সকলে সমর্থন করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেয়র হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?
আশরাফুল ইসলামঃ আমার এই চেয়ারে বসার বয়স ৪ বছর ৬ মাস কিন্তু এর মাঝে আমি ১ টি বছর দায়িত্বরত থাকতে পারিনি কারণ আমাকে অনেক ভাবে প্রতি হত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে যে ৩ বছর সময় ক্ষমতায় আছি তাতে আপনারা জানেন আমার নির্বাচনী এলাকায় আগে বিদ্যেুৎ এর মিটা পোল এই গুলো বসাতে ২০-৩০ হাজার টাকা করে নেওয়া হতো আমি নির্বাচিত হওয়ার পর আর এই দুর্ভোগে কাউকে পড়তে হয়নি।

আমার গাংনী শহরের ভিতর আগে পানি জমা থাকতো ড্রেনেজ ব্যবস্থা ছিলো খুবই দুর্বল আমি ড্রেনের কাজে উন্নয়ন করেছি। প্রতিটা ওয়ার্ডের অলিতে গলিতে পাকাকরণ, হেয়ারিং বন্ড রাস্তা করে দিয়েছি।আমার পৌর সভাতে একটা গেস্ট হাউজ করেছি।করোনা কালীন মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ গরীব দু:খী মানুষের ঘরে ঘরে দিয়ে এসেছি। মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি। তাই জনগণের উপর আমার আস্থা আছে। পুনরায় আমাকে নির্বাচিত করবে। তাছাড়া আমার উনন্নয়ন মূলক কাজজ গুলো আপনারা দৃশ্যমান ভাবে দেখতে পাচ্ছেন।

আমি গাংনী পৌরসভাকে একটি দুর্নীতি মুক্ত পৌরসভা হিসেবে গড়ে তুলেছি, এমন কেউ নেই যে বলতে পারবে তাদের সাথে কোন কাজের জন্য একটি টাকা অন্যায় ভাবে নিয়েছি। আমি ও আমার কাউন্সির রা সততার সাথে দায়িত্ব পারন করে আসছি। আমাদের গাংনী তে সব চেয়ে বড় যে

সমস্যা টা ছিলো সেটা হচ্ছে ময়লা আবর্জনা শহর সেটা এখন আমাদের ঝাড়ু দাররা রাত ২ টা থেকে ঝাড়ু দিয়ে শহর পরিষ্কার পরিছন্ন রাখছেন। ময়লা ফেলার জন্য দুই টি গাড়িও রয়েছে যা নিয়মিত ময়লা ফেলার কাজ করছে। তাছাড়া শহরের পতিটি মড়ে অফিসের সামনে ছোট ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে শহরটি অপরিষ্কার না থাকে। আমি চেয়ারে বসার পর আবর্জনা ফেলার জন্য ৬ বিঘা জমি কিনেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচনে অংশ নিবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দি¦তাপূর্ণ হবে?

আশরাফুল ইসলামঃ বিএনপির সাথে আমাদের কোন প্রতিদন্দিতা হবে বলে মনে হয় না। কারণ বিএনপি এখন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। জনগণ জানে বিএনপির নৈরাজ্যের কথা। আমার মনে হয় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। যেখানে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখান করে উচিত জবাব দিবে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে। এই উন্নয়নের ধারাবহিকতা রক্ষা করার জন্য জনগণ জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্ধারণ করা প্রার্থীকেই নির্বাচিত করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনী যদি দলীয় নোমেনেশন না পেয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে নির্বাচনে আসবেন কি না?

আশরাফুল ইসলামঃ আমি গাংনী পৌর সভা কে মডেল পৌর সভা করার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করে চলেছি সেটা প্রতিয়মান। জনগণ আমাকে ভালোবাসে তাই তারাই নির্ধারন করবেন আমি থাকবো কি থাকবো না। সেক্ষেত্রে জনগণ যদি আমাকে চান তাহলে অবশ্যই আমি দলীয় মনোনয়ন নিয়েই নির্বাচন করবো।

রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ থাকবে তবে অনেকেই দলীয় পদের কারণে অনেক কিছু দাবি করেন কাজের সময় খোঁজ না থাকলেও দেখবেন নির্বাচন আসলে মাঠে নেমে কাজ শুরু করে দিয়েছে দিয়ে তারাও দাবি করেন মনোনয়ন নিবেন। এ বিষয়ে কে মাঠে কাজ করেন আর কে করেন না এ বিষয়ে আমার মনে হয় আমাদের চেয়ে আমার প্রাণ প্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব কিছু ভালো বোঝেন এবং জানেন। তাই আমি শতভাগ আশাবাদী আমাকে দলীয় মনোনয়ন দেবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

আশরাফুল ইসলামঃ আমি পুনরায় পৌর মেয়র নির্বাচন হলে প্রথমেই যে কাজটি করার সপ্ন সেটা হলো গাংনীতে একটি বৃহৎ মার্কেট করবো যার নিচ তলা হাট হবে এবং উপরে মার্কেট। গাংনীতে সকল প্রকার হাট একটি যায়গাতে লিপিবদ্ধ করবো।

এবং আপনারা জানেন গাংনীতে একটি জিনিসের বড়ই অভাব সেটা হলো বাস,ট্রাকের টার্মিনাল। এটাও বাস্তবায়ন করবো ইনশাল্লাহ। এছাড়াও একটা স্টেডিয়াম করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া ঈদগাহ, মসজিদ, মাদ্রাসার উন্নয় করব।

আপনারা জানেন, গাংনীতে ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল দশা ছিলো তা কোন রকম উপযোগী করে তুলেছি তবে এর আধুনিকিকরণ নিশ্চিত করার পরি কল্পনা রয়েছে। আরো একটা কাজ সেটা হলো গাংনীর দহ খাল খনন করার পরিকল্পনা রয়েছে যেখানে শহরের আবর্জনা পানি সেখানে যাবে এবং চারি পাশে গাছ লাগিয়ে রাখতে হবে যাতে সকাল বেলায় সকলে শরীর চর্চা করতে পারে। ফোল্ডেন রাস্তা করবো যার মাঝখান দিয়ে বনায়ন থাকবে এবং রাস্তার দুই পাশ দিয়ে টালি পেড়ে সাজাবো এবং পাশে বনায়ন তৈরি করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবো। এবং গাংনীর একটি রাস্তাতে মাটি দেখা যাবেনা সকল রাস্তা পাকা করণ করবো ইনশাল্লাহ।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন

সোমবার সন্ধ্যায় গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে কেক কাটা, আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪ তম জন্মদিন।
সোমবার সাড়ে ছয়টার দিকে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মোজাম্মেল হোসেন ককাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারনণ সম্পাদক ইউপি সদস্য ইলিয়াস হোসেন, কালাম হোসেন মহিলা সদস্য বাবিরন নেছা ও কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক রেজাউর রহমান সহ ছাত্রলীগ যুবলীগ সহ আরো অনেকে।

উক্ত অনুষ্ঠানে মিজানুর রহমান রানা প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।তার পরিবারের সকলের আন্তার মাগফিরাত কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

মেহেরপুরে মাদক ব্যবসায়ীদের তৎপরতা

মেহেরপুরে হটাৎ করেই আবারো বেড়েছে মাদক ব্যবসায়ীদের তৎপরতা। সীমান্ত এলাকায় দু-দেশের মাদক ব্যবসায়ীদের রয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। ফলে জেলা তিন উপজেলার সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে মাদকের বড় বড় চালান। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যঘেষা মেহেরপুরের তিন উপজেলার সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে ফেন্সিডিল, গাঁজা, অফিসার্স চয়েজ মদ, পাতার বিড়ি, হেরোইন ও সল্প পরিমাণে ইয়াবা। তবে এইসব মাদকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে ফেন্সিডিল। পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ, বিজিবি, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের মাদক বিরোধী অভিযানে কিছু মাদকসহ বহন কারীরা ধরা পড়লেও মূলহোতারা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলা। তিনটির তিন দিকেই ভারত বেষ্টিত। মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের পরেই ভারতের তেহট্ট, বেতাই মুজিবনগর উপজেলার পরেই ভারতের পাথরঘাটা, হৃদয়পুর গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের পরেই ভারতের দারেমার্থ, জামশেরপুর, মরুতিয়া, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের সহড়াতলার সীমান্তের ওপারে ব্রজপুর মাদক ব্যবসায়ীদের নিরাপদ রুট হিসেবে চিহ্নিত।

ইতোমধ্যে পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে

কুষ্টিয়া বিজিবি কমান্ডার লে. কর্ণেল ফরহাদ হোসেন চৌধুরী বলেন, বিজিবির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। আমরা চাইলে কাউকে আটকিয়ে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারিনা। আমরা আসামি ধরার পর সেটা মামলা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করি। পরের ব্যবস্থাটা তারা গ্রহণ করে। এজন্য হয়তো আমরা মূলহোতাদের ধরতে পারছি না। এছাড়াও সীমান্তে মাদক চালানের সময় দেখা যাচ্ছে রাতে মাঠের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা অভিযান চালালে মাদক ফেলে তারা পালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য আসামি ধরা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে। তবে সবসময় এমন হচ্ছে তা না। আমরা আগের চেয়েও বেশ সক্ষম।

গাংনীতে খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে যৌন উত্তেজক ঔষধ

কোন সরকারি নিয়ম নীতি না মেনেই গাংনীর বিভিন্ন ফার্মেসী, বিভিন্ন হাট-বাজার ও পথে-ঘাটে অবাধে বিক্রি হচ্ছে নানা ধরনের যৌন উত্তেজক ঔষধ। মাইকিংয়ের মাধ্যমে মজমা বসিয়ে ক্রেতাদের আকর্ষণ করে অসাধু ব্যবসায়ীরা নামহীন কোম্পানির এসব ঔষধ বিক্রি করছে। এদিকে কম দামে এসব ঔষধ কিনে একদিকে যেমন প্রতারিত হচ্ছে গ্রামের সহজ-সরল মানুষ, অন্যদিকে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছেন তারা। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কোন পদক্ষেপ না থাকায় অবাধে এসব ঔষধ বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে প্রশাসন বলছে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিয়ম অনুযায়ী ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া ঔষধের ব্যবসা পরিচালনা করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, শুষ্ক ও রোদমুক্ত স্থানে ঔষধ সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ঔষধ বিক্রি করা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু তা মানা হচ্ছে না। ফার্মেসীতে ও ফুটপাথের হকাররা প্রকাশ্য যৌন উত্তেজক কিং পাওয়ার অয়েল, পাওয়ার সেক্স অয়েল, এনজয় পাওয়ার অয়েল, ম্যাসেজ অয়েল, ডি বাজিকরণ, ম্যাক্স জেড, অ্যাপেক্স, ভিগোসা, সেকলো, লুমিসেক, ডেফরল, ভিটামিন বি-৫০ ফোর্ট, ক্যালসিয়ম-ডি, ভারতীয় যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট সেনেগ্রা, এডিগ্রা, মুনিস, ভিগো ফোর্ট ও টার্গেটসহ